৪৭

24 JUL 1997

তারিখ ... 24 ... 1997 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৫ ...

দৈনিক জনকণ্ঠ

প্রসঙ্গ প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবং পরীক্ষণ বিদ্যালয়

জনাব মুনতাসীর মামুন একজন খ্যাতনামা "ইতিহাসবিদ", শিক্ষক এবং প্রশংসনীয় কলাম লেখক। আমি তাঁর লেখার ভক্তও বটে। তিনি পিটিআই ইনস্ট্রাক্টর এবং পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের কর্মক্ষেত্র ও কাজের ধরনে যে যোজনব্যাপী বৈপরীত্যতার "ইতিহাস" না জেনেই ১৯৮৫ সালের সংশোধিত নিয়োগবিধিতে তুঘলকী কারবার আবিষ্কার করে বসেছেন। তাহলে একটুখানি পিছনে তাকাতেই হয়। এর আগে অর্থাৎ ১৯৮৫ সালে নিয়োগবিধি সংশোধিত হবার আগে ইনস্ট্রাক্টরগণের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারিত ছিল বিএ, বিএড এবং পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে তা ছিল সি-ইন-এডসহ উচ্চ মাধ্যমিক পাস। পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণও নিজ যোগ্যতার মানোন্নয়ন ঘটাতে পারলে পদোন্নতি পেয়ে ইনস্ট্রাক্টর হতেন এবং হয়ে আসছেন পিটিআই সৃষ্টিলগ্ন থেকেই। বর্তমানে বিভিন্ন পিটিআইতে এমন অনেক ইনস্ট্রাক্টর আছেন যাঁরা কোয়ালিফিকেশন আপ গ্রেড করার ফলে ৭৪/৭৫ সাল থেকে ইনস্ট্রাক্টরগণের বেতন স্কেল পেলেও তাঁরা ১৯৮৫ সাল বা এর আগে-পরে পদোন্নতি পেয়ে ইনস্ট্রাক্টর হয়েছেন। পরীক্ষণ বিদ্যালয় থেকে ইনস্ট্রাক্টর পদে পদোন্নতির কোটা ছাড়াও সরাসরি নিয়োগের বিধান রয়েছে।

জনাব মামুন একটু কষ্ট স্বীকার করে তাঁর পাশে অবস্থিত মুন্সীগঞ্জ পিটিআই বা মানিকগঞ্জ পিটিআইতে খোঁজ নিলেই দেখতে পেতেন, সেখানে কর্মরত ইনস্ট্রাক্টরগণের মধ্যে কেউ কেউ এক সময় পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন, পদোন্নতি পেয়ে ইনস্ট্রাক্টর

প্রতিক্রিয়া

হয়েছেন।

ইনস্ট্রাক্টর এবং পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ সমমর্যাদাসম্পন্ন নন বলেই তুঘলকী কারবারটুকু করা হয়েছে অর্থাৎ পূর্ব ধারা বজায় রেখেই ইনস্ট্রাক্টর পদের জন্য যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে এমএড বিএড বা এমএড এবং পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের যোগ্যতা পূর্বের এইচএসসি, সি-ইন-এড-এর স্থলে নির্ধারণ করা হয়েছে বিএ সি-ইন-এড। তবে কেউ বিএবি এড/এমএড হলে ইনস্ট্রাক্টরগণের জন্য প্রযোজ্য স্কেলে বেতন-ভাতা পেতে পারেন। এমন ডিগ্রীধারী পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ অন্তে ইনস্ট্রাক্টরের শূন্যপদে কোটা ভিত্তিতে পদোন্নতি পেয়ে থাকেন। দেখা যাচ্ছে, পিটিআই সৃষ্টিলগ্ন থেকেই ইনস্ট্রাক্টর এবং পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের মধ্যে শিক্ষাগত যোগ্যতা তথা বেতন স্কেলে হেরফের ছিল। অর্থাৎ পদ দু'টি কোন কালেই সমমর্যাদাসম্পন্ন ছিল না এবং হবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণও নেই।

পিটি ইনস্টিটিউট একটি পোস্ট এসএসসি/এইচএসসি ইনস্টিটিউট। এখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত গ্র্যাজুয়েট এবং পোস্ট গ্র্যাজুয়েট শিক্ষকগণও সি-ইন-এড কোর্সে প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকেন। প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে ছোটখাটো গবেষণাকর্ম ছাড়াও নানা ধরনের স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ড প্রায় সারা বছরই পরিচালিত হয় পিটিআইগুলোতে। অতি উৎসাহী ব্যক্তিগণ সি-ইন-এড কোর্সের শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যসূচীর সঙ্গে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যসূচীর পার্থক্য কতটুকু তা মিলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারতেন এবং জনাব ইসমাইল হোসেনের প্রথম শ্রেণী প্রাপ্তির আবেদন কতখানি যুক্তিবহ তা-ও বুঝতে পারতেন।

জনাব মামুনের ভাষায় পিটি ইনস্টিটিউট-এর একটি অংশ বিরল সৌভাগ্যের অধিকারী এবং এক কলমের খোঁচায় হঠাৎ তৃতীয় শ্রেণী থেকে ১ম শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছেন অন্য একটি অংশকে বঞ্চিত করে। এতে গাত্রদাহেরও কিছু নেই। কারণ তৃতীয় শ্রেণী নয়, বরং এ. নাম কমিটির রিপোর্টে ইনস্ট্রাক্টর পদটিকে নন-গেজেটেড দ্বিতীয় শ্রেণী দেখান হয়েছিল। সমপর্যায়ভুক্ত থানা শিক্ষা অফিসারগণের পদটি উপজেলা কার্যক্রমে ১ম শ্রেণী করা হয় কিন্তু অধিকতর শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও ইনস্ট্রাক্টরগণের পদটি তখন আপ-গ্রেড করা হয়নি। ইনস্ট্রাক্টরগণের কর্মকাণ্ড এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা সব কিছু নিরীক্ষা করেই এই পদটিকে আপ-গ্রেড করা হয়েছে।

জনাব মামুন জানেন কি, প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউটগুলো কি? এখানে কি করা হয় তার কথা আগেই কিছু বলেছি। বাংলাদেশে শিক্ষা ক্ষেত্রে যেখানে হতাশাব্যঞ্জক চিহ্ন প্রায় সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, শিক্ষা যেখানে ব্যবসায়ী পণ্য হিসাবে দোকানে দোকানে বিক্রি হচ্ছে, সরকারী কলেজের শিক্ষকগণ ও সরকারী দোকানে তালা দিয়ে বা সেশন জটের মালা ঝুলিয়ে মুনাফার ব্যবসায় নেমেছেন, সেখানে পিটি ইনস্টিটিউটগুলো প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত ও পরিমাণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এখানে কোন হরতাল নেই, সেশন জট নেই, প্রাইভেট ব্যবসার দোকানও নেই।

জানা দরকার যে, পরীক্ষণ বিদ্যালয় মূলত প্রাইমারি স্কুল। এখানে প্রথম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের প্রাথমিক, বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীর আওতায় পাঠদান করা হয়। তবে এই পাঠদান প্রক্রিয়ায় সি-ইন-এড কোর্সের ধ্যান-ধারণার বাস্তব প্রতিফলন ঘটবে এরূপ আশা করা হয়। পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ড টিচার্স ট্রেনিং কলেজ সংলগ্ন ল্যাবরেটরি স্কুলের অনুরূপ। এই স্কুলের শিক্ষকগণ কি শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও পদোন্নতি ব্যতিরেকে কখনও সংলগ্ন কলেজের শিক্ষক হিসাবে সমমর্যাদা দাবি করতে পারেন? ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশে প্রাইমারি স্কুলগুলো সরকারীকরণের ফলে তা পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের কাতারে এসে দাঁড়িয়েছে। এক্ষণে পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষক পদটি ১ম শ্রেণী করলে সারা দেশের হাজার হাজার সরকারী প্রাইমারি স্কুলের উচ্চতর শিক্ষা যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকগণকে ১ম শ্রেণীর পদমর্যাদা দিতে হবে। বর্তমানে প্রাইমারি স্কুলের গ্র্যাজুয়েট শিক্ষকগণ দাবি করছেন "পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ তাঁদের চেয়ে বেশি কিছু পড়ান না" অথচ তাঁদের উভয়ের মধ্যে বেতন স্কেলে বৈষম্য কেন? তাঁরা আজ দাবি করছেন, সমযোগ্যতা এবং সমদায়িত্ব পালনের কারণে তাঁদেরকেও বিএড, এমএড হলে ২৩০০/- বেতন স্কেল প্রদান করতে হবে।

দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রেরিত দাবি-দাওয়ার চিঠি প্রশিক্ষণরত গ্র্যাজুয়েট শিক্ষকগণের কাছে প্রতিনিয়ত আসছে।

জনাব ইসমাইল হোসেন কোটা ভিত্তিতে পদোন্নতির সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে পারেন কিংবা সরাসরি পাবলিক সার্ভিস কমিশন মোকাবিলা করে কৃতকার্যতার সাথে ইনস্ট্রাক্টর/ সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট/সুপারিনটেনডেন্ট হতে পারেন। এরূপ নজির বেশ কিছু রয়েছে।

মুহাম্মদ আবদুস সুবহান
সুপারিনটেনডেন্ট
প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট
রংপুর।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিবাদ

জনাব মুনতাসীর মামুনের গত ৮ জুলাই প্রকাশিত সংবাদ ভাষ্য সম্পর্কে শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি প্রতিবাদ পাঠিয়েছে। প্রতিবাদলিপিতে বলা হয় ঃ

"গত ৮ জুলাই (১৯৯৭) তারিখে প্রকাশিত মুনতাসীর মামুনের লেখা সংবাদ ভাষ্য 'প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী যাদের কাছে তুচ্ছ' সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। শিরোনামের সঙ্গে মূল ভাষ্যের কোন সম্পর্ক নেই (প্রথম স্তবক বাদে) এমন উদ্দেশ্যমূলক নিবন্ধে লেখক অকারণেই এখানে শিক্ষামন্ত্রীকে জড়িয়ে বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন। তিনি যদি সংশ্লিষ্ট জায়গা থেকে বিষয়গুলো সম্পর্কে যথাযথ খোঁজ নিয়ে ভাষ্যটি লিখতেন তাহলে সকলেই উপকৃত হতে পারত।

জনাব মামুন শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ সম্বন্ধে যে কোন খোঁজ রাখেন না, তার অনেক প্রমাণই তিনি 'ভাষ্যে' রেখেছেন। এমনকি শিক্ষা ভবনে 'প্রাথমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক দফতরের মহাপরিচালকদ্বয় বসেন' বলে যে উল্লেখ করেছেন তাও সঠিক নয়। বরং এই দুটো আলাদা দফতর আলাদা স্থানে ও আলাদা ভবনে অবস্থিত।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে কোন উপমন্ত্রীও নেই। তিনি হয়ত প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের উপমন্ত্রীর কথাই লিখছেন। প্রকৃতপক্ষে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ, মন্ত্রণালয়ের মর্যাদাসম্পন্ন একটি আলাদা বিভাগ।"